তারিখ 06 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

দৈনিক খবর

112

১০১ জন শিক্ষকের পদোন্নতির নামে হয়রানির অভিযোগ

॥ মতিউর রহমান ॥

কুষ্টিয়া, ৫ই অক্টোবর।- সদর উপজেলার ১০১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপজেলা কর্তৃপক্ষ সরকারী নীতিমালা সম্পূর্ণ লংঘন করে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে৷ উদ্দেশ্যমূলকভাবে পদোন্নতির নামে নিরীহ অসহায় শিক্ষকদের দূর-দূরান্তে হয়রানিমূলক বদলী করেছেন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

উল্লেখ্য, উক্ত পদোন্নতিতে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উপস্থাপন করে ইতিপূর্বে ১৮ আগস্ট '৯০ সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে পত্র প্রেরণ করে। মহাপরিচালক তদন্তের জন্য জেলা দপ্তরে নির্দেশ দিলে বিষয়টি তদন্ত করে তা প্রেরণ করা হয়। বিতর্কিত পদোন্নতি সম্পর্কে নিষ্পত্তি বিলম্ব হওয়ায় স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি আজও কোন নিষ্পত্তি হয়নি। অথচ উপজেলা কর্তৃপক্ষ এই অবৈধ পদোন্নতি বহাল রাখার জন্যে সচেষ্ট রয়েছেন।

সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও তার কথিত সহযোগীরা এসব অসহায় শিক্ষকদের পদোন্নতির নামে দূর-দূরান্তে বদলী, অহেতুক হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কথিত পদোন্নতিতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, সরকারী নীতিমালা লংঘন, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সংবাদ একাধিকবার জাতীয় দৈনিক, স্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে গুরুত্ব-সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।

জানা যায়, পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে পদোন্নতির কার্য সমাপ্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপেক্ষা করে তার স্বাক্ষর ও মতামত গ্রহণ না করেই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অপরদিকে পদোন্নতি দেয়ার পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অঙ্গীকারনামা নেয়ার কোন বিধান না থাকলেও এক্ষেত্রে তা নেয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি সরকারী সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা লংঘন করা হয়েছে এবং অধিকাংশে শিক্ষককেই পদোন্নতির নামে হয়রানিমূলক বদলী করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাবেক সরকারের প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সাথে অত্র উপজেলা চেয়ারম্যান জাফরউল্লাহ খান চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণেই এই বিতর্কিত পদোন্নতি বাতিল করা হয়নি। জেলা শিক্ষক সমিতির নেতারা এ প্রতিবেদককে জানান, অনিয়মতান্ত্রিক বিধি বহির্ভূত পদোন্নতি অবিলম্বে বাতিল করে স্ব স্ব বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন এবং সেই সাথে নিয়মতান্ত্রিক ও সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী নিয়োগ আদেশ দিয়ে, এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, বিরাজমান সমস্যা সমাধান তথা বর্তমান সরকারের গণমুখী ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল করার জন্যে এ অবৈধ পদোন্নতিসহ বদলী আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। নইলে এ সমস্যার সমাধান কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

জানা যায়, এরই মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি কুষ্টিয়ায় প্রেরণ করেছে। তবে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি।